দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC 1 3 2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

# বিএম কলেজে ছাত্রলীগের দাবি মেটাতে দুই কক্ষে ফ্রী স্টাইল পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার বরিশাল থেকে ঃ ব্রজমোহন কলেজের শতাধিক মাস্টার্স পরীক্ষার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহারে শোকজ করার নেপথ্য কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। সবাই বিশেষ করে শিক্ষকরা বলছেন, 'স্ট্যাটাস ক্রাইসিস'-এর কারণে ক্ষুব্ধ ভিজিলেন্স টিমের সদস্যরা এ কাজ করেছে। নেপথ্য কাহিনী হচ্ছে—দু'টি বিশেষ সেমিনার কক্ষে হয়েছে ফ্রী স্টাইল পরীক্ষা। অভিযোগ পেয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিলেন্স টিম পাঠায়। ভিজিলেন্স টিম সেই বিশেষ দুটি সেমিনার কক্ষ খুঁজে পায়নি। বাণিজ্য ভবনের যে তিনটি সেমিনার কক্ষে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের রক্তচক্ষুর মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছিল— সেই কক্ষ তিনটিকে 'বিশেষ' মনে করেছেন। তাই গণহারে শোকজ করা হয়েছে ঐ তিন কক্ষের ছাত্রদের। অনুসন্ধান করতে গিয়ে এসব চমকপ্রদ তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। ১৯৯৭ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার প্রায় দু'মাস পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজটি করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ব্রজমোহন কলেজের কয়েকজন শিক্ষক জানান, '৯৭ ব্যাচের মাস্টার্স পরীক্ষা শুরুর আগেই বাণিজ্য ভবনের তিনটি সেমিনার কক্ষে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের বসানোর 'সিট প্ল্যান' তৈরি হয়। ছাত্রলীগের কয়েক নেতার দাবির প্রেক্ষিতে বাকসু ভবন সংলগ্ন সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের দর্শন বিভাগের সেমিনার কক্ষ তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ছাত্রলীগ নেতারা ঐ কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করে পরীক্ষা দেয়। দ্বিতীয় পরীক্ষার দিনেই 'সিকবেডে' পরীক্ষা দেবার ধুম পড়ে যায়। ব্রজমোহন কলেজের আবাসিক চিকিৎসক ডাঃ দেলোয়ার হোসেনের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগভোগী ছাত্ররা অসুস্থতার সার্টিফিকেট আনে। সেই সাথে সিকবেডে পরীক্ষা দেবার আবেদনপত্র ও দু'শ' টাকা ফী দিয়ে ছাত্রলীগ নেতারা প্রভাব খাটিয়ে অধ্যক্ষের কাছ থেকে ব্যবস্থা করে দেন। ইংরেজী ও দর্শনের সেমিনার কক্ষে দ্বিতীয় পরীক্ষার দিনে ৮০ জনের বেশি ছাত্র 'বিশেষ সুযোগের' পরীক্ষা দেয়। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় তারা পরীক্ষা দিতে পারত। এদের কেউই অসুস্থ ছিল না। এই দুই সেমিনারে 'বিশেষ সুযোগের' পরীক্ষার খবর কে বা কারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাড়াহুড়া করে সেকশন অফিসার কামাল মোর্শেদ ও প্রেমানন্দ শীলকে ভিজিলেন্স টিমের সদস্য করে ব্রজমোহন কলেজে পাঠানো হয়।

322